যুগান্তর

তারিখ 11 AUG 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

যুগান্তর

বিভিন্ন দাবিতে সোমবার খুলনা এশিয়ান ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ

অনিয়ম দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি

আউটার ক্যাম্পাস খুলে চলছে বাণিজ্য

মুসতাক আহমদ

অনিয়ম, দুর্নীতি আর শিক্ষা বাণিজ্যের আখড়ায় পরিণত হয়েছে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি। সরকারের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রায় সারাদেশে আউটার ক্যাম্পাসের নামে সনদ বিক্রির দোকান খোলা হয়েছে। এছাড়া নামমাত্র বেতনে শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী পোষা, ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নামে-বেনামে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায়, প্রতিষ্ঠার পর থেকে নিজেই ভিসি পদে আসীন থাকা, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, মানহীন, মনগড়া ও অদ্ভুত কোর্স-নির্দেশনাসে শিক্ষাদানসহ লাগামহীন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে তারা। অভিযোগ এতই ভয়াবহ যে, ২৭ জুলাই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান ও শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ পর্যন্ত যোগদান করেননি। মূলত ওইদিন থেকেই বঞ্চিত-প্রতারিত ও বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে নামে। বেরিয়ে আসে থলের বিড়াল। একের পর এক মালিক কাম ভিসি আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেকের লাগামহীন শিক্ষা বাণিজ্যের তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকে। সর্বশেষ সোমবারও বিশ্ববিদ্যালয়টির ঢাকার ধানমণ্ডি, রাজশাহী এবং খুলনা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছে। তারা ভিসির কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। ভাংচুর করেছে ক্যাম্পাসের ভবন এবং দরজা-জানালা ও চেয়ার-টেবিল। পোস্টারিং হয়েছে। এতে তারা ভিসির

আখড়া : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ১

আখড়া : অনিয়ম দুর্নীতির

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পদত্যাগ, রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমাবর্তন, শিক্ষা বাণিজ্য ও অন্যান্য অনিয়ম বন্ধ, শিক্ষাজীবন রক্ষাসহ বিভিন্ন দাবিতে লাগাতার আন্দোলন কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে। ধানমণ্ডি ক্যাম্পাসের বিবিএ'র ছাত্র হাবিবুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, সমাবর্তন পণ্ড হওয়ার পর তারা ভিসির পদত্যাগ, পুনরায় রাষ্ট্রপতি ও শিক্ষামন্ত্রীর উপস্থিতিতে সমাবর্তন, শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন করছেন।

মালিক কাম ভিসি আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেকের সঙ্গে এ ব্যাপারে সোমবার বিকালে যোগাযোগ করলে তিনি দম্ভোক্তি করে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯৯২-তে আউটার ক্যাম্পাসের জন্য ইউজিসির অনুমোদন নিতে হবে— এমন কথা বলা নেই। তাই তিনি বেআইনি কোন কাজ করেননি। আর ২০০৭ সালে ইউজিসি যে আউটার ক্যাম্পাস বন্ধ ঘোষণা করেছে, তাও তারা করতে পারে না। কেননা, আইনে তাদের সেই এখতিয়ার নেই।

জানা যায়, ২৭ জুলাই ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান, শিক্ষামন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সমাবর্তন অনুষ্ঠান করতে গেলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থীরা। রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠান শুরু করলে শিক্ষার্থীদের তোপের মুখে পড়ে রীতিমতো পালিয়ে রক্ষা পান ভিসি। বক্তৃতাকালে শিক্ষার্থীরা ধরধর বলে দৌড়ে মঞ্চের দিকে এগিয়ে গেলে ভিসি আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক মঞ্চে উপস্থিত অন্যদের নিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন। সম্মেলনে উপস্থিত সমাবর্তন বক্তা দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটির প্রো-ভিসি ভিএন রাজাশেখারান পিল্লাইসহ অতিথিরা আতংকে দ্রুত মিলনায়তন ত্যাগ করেন। এরপর উপস্থিত শিক্ষার্থীরা মঞ্চে উঠে স্লোগান দিতে থাকে এবং দাবি করে রাষ্ট্রপতি ছাড়া অন্য কারও কাছ থেকে তারা সনদপত্র নেবে না। শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে প্রায় ১ ঘণ্টা পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে ভিসি মঞ্চে আসেন এবং শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দেন, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতেই সমাবর্তন হবে এবং শিগগিরই তা আয়োজন করা হবে। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, পরিস্থিতি সামাল দিতে ভিসি সেদিন দ্রুত রাষ্ট্রপতির উপস্থিতিতে সমাবর্তন আয়োজনের কথা দিলেও আজ পর্যন্ত কোন উদ্যোগ নেননি। আর এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা এবং ইউজিসিতে যোগাযোগ করা হলে জানা যায়, এশিয়ান ইউনিভার্সিটিতে ভবিষ্যতে আর কোন সমাবর্তনে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিনিধি পাঠানো হবে না। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, তারা এশিয়ান ইউনিভার্সিটিসহ শিক্ষা ব্যবসায়ী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চিহ্নিত করার কাজ করছেন। এ ব্যাপারে শিগগিরই একটি গণবিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে। নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেন। শিক্ষার্থীরা জানায়, রাষ্ট্রপতি বা এই সমাবর্তনকে সামনে রেখেও ভিসি সাদেক ব্যবসা করেছেন। সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮ থেকে ২৫তম ব্যাচের প্রায় এক হাজার শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা করে নেন।

শুধু শিক্ষার নামে সনদ বিক্রির অভিযোগই নয়, অধ্যাদেশ লংঘন করে ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন ছাড়াই চলছে এই ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব গভর্নরস (বিওজি) গঠন ও নিয়োগ প্রক্রিয়া অভিযোগ রয়েছে, এমন বড় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ অনুযায়ী নয় বরং চলছে মালিকানাধীন পরিবারের ইচ্ছা-অনিচ্ছায়। তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা অধ্যাদেশ লংঘন করে বিওজি'র বিভিন্ন পদে বসে অবৈধ ভাবেও সুবিধাদি পাওয়া গেছে। আর শিক্ষক-কর্মচারীরা জানিয়েছেন, তাদের নামমাত্র বেতন দেয়া হয়। ইংরেজি বিভাগের একজন লেকচারার জানিয়েছেন, তাকে মাত্র ৮ হাজার টাকা করে দেয়া হচ্ছে। ডাক বিভাগের সাবেক কর্মকর্তাকে মাত্র ১৮ হাজার টাকায় করা হয়েছে রেজিস্ট্রার। অথচ গত সেমিস্টারে তারা কেবল রাজশাহী কেন্দ্র থেকেই ৫ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে একাধিক সূত্র জানায়। সব মিলিয়ে তারা প্রতি সেমিস্টারে (৪ মাসে) প্রায় ২৪ কোটি টাকা নিট আয় করছে। সূত্র নিশ্চিত করেছে, সারাদেশে যেসব সেন্টার রয়েছে তার বেশিরভাগ একক্রমীন বিক্রি করে দেয়া হয় কন্ট্রাক্টে।